আমাদের অধিকার
ও
সুরক্ষিত সীমানা
(স্কাউট)

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children
Sweden-Denmark

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ১৯৯৪ সাল থেকে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটসও শিশুদের চারিত্রিক গঠন, বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও বাংলাদেশ স্কাউটস শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং স্কাউটসদের তথা শিশুদের সুরক্ষিত করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই যৌথভাবে কাজ করছে।

শিশু কারা বা শিশুর বয়সসীমা কত বছর :

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই শিশু।
- জাতিসংঘ 'শিশু অধিকার সনদ'-এ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণতার দিকটি বিবেচনা করে সার্বজনীনভাবে ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানব সন্তানকেই শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন যেমন- ভোটাধিকার আইন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, সংশোধিত শিশু আইন (খসড়া), সংশোধিত জাতীয় শিশু নীতি (খসড়া) সহ বিভিন্ন আইন ও নীতিতেও শিশুর বয়স ০ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত উলে□খ করা হয়েছে।

অধিকার ও শিশু অধিকার :

- **অধিকার** হলো ন্যায্য পাওনা। অর্থাৎ যা ন্যায্য পাওনা এবং এগুলো প্রত্যেক শিশু এমনিতেই পাবে, চাওয়ার প্রয়োজন নেই।
- শিশুর স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য জন্মের পর থেকে জন্মসূত্রেই প্রতিটি শিশু যে সকল জিনিস বা সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা একজন শিশুকে ভোগ করতে দেওয়াই হচ্ছে শিশু অধিকার।
- *শিশু অধিকার সনদ* হলো জাতিসংঘ কর্তৃক তৈরি করা শিশুর অধিকারের একটি আন্তর্জাতিক দলিল। এই সনদ অনুযায়ী ***সকল শিশুকেই সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে*** দিতে হবে।
- ***১৯৮৯ সালে*** শিশু অধিকার সনদটি তৈরি করে এবং সনদটি ***১৯৯০ সাল*** থেকে বাস্ত বায়ন করা শুর হয়েছে।
- আমাদের বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের নিকট এমনভাবে প্রতিশ্র তি (সনদে স্বাক্ষর করে) দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগত ভাবে বাধ্য।
- শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪ টি অনুচ্ছেদ/ধারা রয়েছে এবং এরমধ্যে ১-৪১ নং পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে সরাসরি শিশুর অধিকারের কথা বলা আছে। অন্যদিকে, ৪২-৫৪ নং পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে শিশুদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারসহ অন্যান্যরা কী কী দায়িত্ব পালন করবে তা উল্লেখ্য করা হয়েছে।
- ১-৪১ নং পর্যন্ত ধারা বা অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অধিকারগুলোকে চারটি প্রধান ভাগ /গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে, যথা-
  - ক) **বেঁচে থাকার অধিকার**
  - খ) **বিকাশের অধিকার**
  - গ) **সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার**
  - ঘ) **অংশগ্রহণের অধিকার**

শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার সাথে অধিকারের সম্পর্ক :

- **বিকাশ** হচ্ছে বয়সের সাথে সাথে ইতিবাচক পরিবর্তন। একজন শিশু জন্মের পর হাঁটতে পারে না, সেই সময় তাকে হাঁটতে শেখানোই হচ্ছে তার একটি বিকাশের অধিকার।
- বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশের অধিকারের ধরনও পরিবর্তন হয়। যেমন- বয়ঃসন্ধিকালে (সাধারণত ১০ থেকে ১৯/২০ বছর) ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুরই শারীরিক ও মানসিক কতগুলো পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক।
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো কি কি, কখন হতে পারে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি সে বিষয়ে জানাও শিশুর বিকাশের অধিকার। এই অধিকার যদি সঠিকভাবে কেউ পায় তাহলে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের ফলে যে ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- প্রতিটি শিশুরই ভালভাবে বা স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য পরিবার, স্কুল, যাতায়াতের রাস্তা, ক্যাম্প বা সমাবেশ ও খেলাধুলার স্থানসহ সব জায়গায় সবধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অতি জর ী।
- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার পাশাপাশি সকল প্রকার নির্যাতন (শারীরিক, মানসিক, অপছন্দনীয় আদর-আচরণ বা যৌন নির্যাতন) থেকে রক্ষা পাওয়াও শিশু অধিকারেরই একটি গুর ত্বপূর্ণ অংশ।
- **সব ধরনের নির্যাতন বা নির্যাতনমূলক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়াকেই বলা হয় সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার।**

- যে কোন শিশুকেই বার বার আঘাত বা নির্যাতন করা হলে তারা স্বাভাবিকভাবে বড় হতে পারে না। অর্থাৎ সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠতে না পারলে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

নির্যাতন, নির্যাতনকারী এবং নির্যাতনের জন্য শিশুকে বশে আনার কৌশল:

- বড়দের যে আচরণ বা কথা বা স্পর্শ বা কাজ বা উদ্যোগ শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত বা কষ্ট দেয় তাই ***নির্যাতন।***

- **শারীরিক নির্যাতন:** হাত দিয়ে বা কোন লাঠি বা কাঠি (কঞ্চি, বেত) দিয়ে বা কোন

ধারালো যন্ত্র/অস্ত্র (দা, কাঁচি, খুন্তি) বা অন্য কোন কিছু ব্যবহার করে শরীরে যেকোন ধরনের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন।

• **মানসিক নির্যাতন:** গালি দিয়ে, অশ্লীল কথা বলে, অপমান বা অবমাননা করে, বিকৃত নামে ডেকে, চাকরি (বাড়িতে বা অন্যকোন জায়গায় যে শিশুরা কাজ করে) থেকে বাদ দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বা অন্য যেকোন ভাবে মানসিক আঘাত বা কষ্ট দেয়াকেই বলা হয় মানসিক নির্যাতন।

কোন শিশুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে: পরিবারে বসবাসকারী শিশু (ধনী-গরীব), শ্রমজীবী (বাড়িতে, দোকানে, কারখানায়, গ্যারেজ/ওয়ার্কশপে, গাড়িতে যারা কাজ করে) শিশু, রাস্তায় বসবাসকারী শিশুসহ ***যেকোন বয়সের যেকোন শিশুই নির্যাতনের শিকার হতে*** পারে।

কোথায় নির্যাতনের শিকার হতে পারে: পরিবার, স্কুল, প্রতিবেশী বা আত্মীয় বাড়ি, কর্মস্থল (যে শিশু যেখানে কাজ করে), যাতায়াতের রাস্তা, খেলাধুলার জায়গা, ক্যাম্প বা সমাবেশসহ যেকোন জায়গায়ই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

কারা নির্যাতনকারী:

আমাদের সমাজে অধিকার বাস্তবায়নের সাথে যেমন বড়রা সম্পৃক্ত তেমনি শিশুদের কষ্ট দেয়া বা নির্যাতনের ঘটনার সাথেও সাধারণত বড়রাই জড়িত এবং যে কোন বয়সের শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হতে পারে। এই নির্যাতনকারীরা পরিচিত, আত্মীয়-স্বজন এমনকি পরিবারের সদস্যও হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে ***সব বড়রাই শিশু নির্যাতনকারী নয়***। অন্যদিকে, ***নির্যাতনকারী পরিচিত বা অপরিচিত উভয়ই হতে পারে*** । তবে পরিচিতরাই যেহেতু শিশুর কাছাকাছি থাকে সেজন্য তারাই বেশি নির্যাতন করার সুযোগ পায়।

• এদের মধ্যে কেউ কেউ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশলে শিশুদের যৌন নির্যাতন (অশ্লীল কথা বলে বা অঙ্গভঙ্গি করে, আদরের ছলে বা জোর করে জড়িয়ে ধরে বা ধরার চেষ্টা করে এবং চুমু দিয়ে বা চুমু দেয়ার চেষ্টা করে, লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে বা চেষ্টা করে, খারাপ ছবি দেখিয়ে (কাগজে বা মোবাইলে বা ইন্টারনেটে), কিংবা সম্পূর্ণরূপে যৌন কাজ করার চেষ্টা করে।

• ***পরিচিত বা অপরিচিত নির্যাতনকারীরা*** সাধারণত মজার মজার জিনিস দেয়ার লোভ দেখিয়ে, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে, আদরের ছলে, ভয় দেখিয়ে বা জোর করে শিশুদেরকে এ ধরনের নির্যাতন করে থাকে।

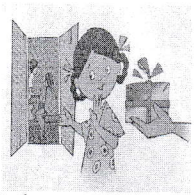

ভাল ও মন্দ আচরণ বা স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য:

আমাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা বড় তারা ছোটদেরকে (যেকোন বয়সের শিশুদের) আদর করে, সোহাগ করে। এটা খুবই ভাল ও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বড়দের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে (পুরুষ বা মহিলা) যারা ছোটদের সাথে এমন আচরণ করে কিংবা এমনভাবে আদর করে কিংবা এমন কথা বলে যা একদমই ভাল লাগে না। অর্থাৎ যে আচরণ, আদর, স্পর্শ শিশুর ভাল লাগে না সেই আচরণ, আদর বা স্পর্শই হচ্ছে মন্দ আচরণ বা মন্দ স্পর্শ।

শরীরের সীমানা ও নিজেকে রক্ষার উপায়:

আমাদের দেশের যেমন সীমানা রয়েছে তেমনি স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সীমানা বা প্রাচীর রয়েছে। এই সীমানাগুলো যথাক্রমে পাহারা দেয় বর্ডার গার্ড-বাংলাদেশ, পুলিশ কিংবা দারোয়ান। তেমনি আমাদের প্রত্যেকেরই শরীরের সীমানা রয়েছে এবং এই সীমানা নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

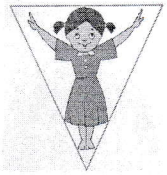

• নিজেকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করে সুরক্ষিত রাখতে হলে এই সীমানার মধ্যে এসে কেউ যদি কোন খারাপ আচরণ বা স্পর্শ করার চেষ্টা করে তাহলে নিজেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

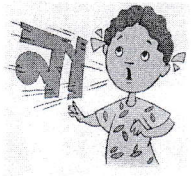

দুই হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভূজ আকার,
সেইতো শরীরের সীমানা সবার।
কিংবা
মন্দ আদর রুখবো, নির্যাতন বুঝবো,
সীমানায় হাত বাড়ালে বাঁচার উপায় খুঁজবো।

বড়দের কারো আচরণ যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমরা তার কাছ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য কতগুলো কৌশল বা উপায় অবলম্বন করতে পারি। যেমন-

ক) কারো আচরণ পছন্দ না হলে তার কাছ থেকে দ্রুত চলে যাওয়া। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

কাছে আমার দুষ্টু লোক বুঝতে যদি পারি, দৌড়ে আমি পালিয়ে যাবো করবো নাকো দেরি।

খ) কারো আচরণ বা আদর পছন্দ না হলে জোরে 'না' বলতে হবে।

যেমন- আপনি আমার সাথে এ ধরনের আচরণ করবেন 'না'। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

আমারও আছে 'না' বলার অধিকার,
বিপদ থেকে বাঁচতে করবো আমি চিৎকার।

গ) এ ধরনের আচরণ কেউ করলে চুপ করে না থেকে বাবা-মা বা অভিভাবকদেরকে জানাতে হবে। কারণ তাহলেই বাবা-মা বা অভিভাবকগণ নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

'নির্যাতনের ঘটনায় আর রবো না চুপ,
লজ্জা পাবে খারাপ লোক শাস্তি হবে খুব'।
কিংবা
'কাছের লোকের আচরণ খারাপ যদি হয়,
বলবো খুলে আপনজনকে (মা-বাবা) পাবো নাকো ভয়।

ঘ) বাড়িতে বা ঘরে একা একা থাকলে দেখতে হবে সেই লোকটি আচরণ কেমন। কেউ নেই এই সুযোগে যদি কোন খারাপ কথা বলে বা খারাপ কাজের প্রস্তাব দেয় তাহলে 'না' করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

'থাকলে ঘরে একা,
দরজা খোলার আগে,
দেখতে হবে ভেবে,
যায় কি তার সাথে নিরাপদে থাকা'।

ঙ) নির্যাতনকারীরা সাধারণত গোপনে কোন জিনিসের লোভ দেখিয়ে বা গোপনে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাড়াতাড়ি আপনজনকে তা বলে দিতে হবে। আর কেউ যদি জোর করে কোন জিনিস দেয়ও তাহলেও শিশু কোন খারাপ কাজ করতে বাধ্য নয়। আসলে গোপনে যখনই কেউ কোন কিছু দিবে বা কোথাও যেতে বলবে সেখানে ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

'গোপনে আমাকে দেয় যদি কেউ উপহার,
বলবো সব খুলে জানতে হবে বাড়ীর সবার'।
কিংবা
'কেউ আমাকে দিলে কোন উপহার, বিনিময়ে দিতে কিছু নইতো আমি বাধ্য আর'।

▪ সব ধরনের কৌশল অবলম্বণের পরও কিংবা কেউ কৌশলগুলো সম্পর্কে না জানার কারণে যদি কোন নির্যাতন বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে আপনজনকে অবশ্যই বলে দিতে হবে। কারণ তা না হলে নির্যাতনকারী অন্য কোন শিশুকে আবার নির্যাতন করার সুযোগ পাবে।

আমাদের করণীয়:

▪ কোন শিশু নির্যাতনের শিকার হলে তার জন্য সবাই মিলে সব ধরনের সহায়তার (মানসিক সান্ত্বনা দেয়া, চিকিৎসা করা, প্রয়োজনে বড়দের মাধ্যমে আইনের সহায়তা নেয়া) ব্যবস্থা করা

▪ নির্যাতনের শিকার শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে হবে ঘটনার জন্য শিশুটি নয় বরং নির্যাতনকারীই দোষী। এভাবে বলা যায়-

যদি হয় কোন শিশু নির্যাতনের শিকার,
নির্যাতকই আসল দোষী, নয়তো শিশু আর।

▪ শিশুর প্রতি যেকোন ধরনের নির্যাতনই সামাজিক ভাবে ও আইনের দিক থেকে অপরাধ ও খারাপ কাজ

▪ যেখানেই শিশু নির্যাতনের শিকার হোক এবং নির্যাতনকারী যেই হোক তা অবশ্যই অভিভাবক, শিক্ষক বা স্কাউট কর্মকর্তাদের জানাতে হবে।

▪ সর্বোপরি বলা যায়, এই তথ্যগুলো শুধু নিজে জানলেই হবে না তা আমাদের সহপাঠী, স্কাউট বন্ধু ও ছোট ভাইবোনদেরও জানাতে হবে, যাতে তারাও নিজেদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় গ্রহণ করতে পারে। আর যেকোন (ভাল বা খারাপ) বিষয়েই বাবা-মা বা অভিভাবকদের সাথে বিনা সংকোচে আলোচনা করতে হবে।